ছাত্রদল–ছাত্রলীগ রাতভর বন্দুক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ডাঃ মিলন হলে প্রবেশ করে। এ দু'জন সাবেক এরশাদ সরকারের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন এবং পরে তারা ছাত্রদলে যোগ দেন।

গত শনিবার রাতে তারা হলে আসার পরেই হলের বিদ্যুৎ চলে যায় এবং দু'পক্ষের মধ্যে গোলাগুলী ও বোমাবাজি শুরু হয়। রাত সাড়ে ১১টায় সংঘর্ষে টিকতে না পেরে ছাত্রদল সমর্থকরা হল থেকে বের হয়ে যায়।

প্রত্যক্ষদর্শী জানায়, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সমর্থকরা রাত তিনটায় পুলিশের সহায়তা নিয়ে হলে ঢোকার চেষ্টা চালালে আবারো সংঘর্ষ শুরু হয়। উভয় পক্ষের মধ্যে পুলিশের উপস্থিতিতে মারাত্মক এ সংঘর্ষ চলে সকাল পর্যন্ত। দীর্ঘ এ সশস্ত্র সম্মুখ সংঘর্ষ চলাকালে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সমর্থক মনিরুজ্জামান মনির ও ছাত্রলীগ (শা–অ) সমর্থক মানবকান্তি দে স্বপন গুলীবিদ্ধ হয়। তাদের দু'জনেরই বুকে গুলী লাগে এবং মারা যায়। মনিরুজ্জামান মনিরকে রাত সাড়ে ৪টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরী বিভাগে নেয়া হলে ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত মনির জগন্নাথ কলেজ হিসাব বিজ্ঞান সম্মান শেষ বর্ষের ছাত্র। তার পিতার নাম সামাদ বিশ্বাস। বাড়ী মাগুরা জেলার শালিখা উপজেলায় আড়পাড়া গ্রামে। নিহত স্বপনও জগন্নাথ কলেজ হিসাব বিজ্ঞানের ছাত্র এবং পিতার নাম সুবল চন্দ্র দে। তার বাড়ী শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলার শুন্ডা গ্রামে। ভোর ৫টা ২১ মিনিটে মিটফোর্ড হাসপাতালে নেয়ার পরে ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

সংঘর্ষকালে উভয় পক্ষের সমর্থক, সাধারণ ছাত্র ও পথচারীসহ শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়। আহতদের মধ্যে একজন পুলিশসহ সাতজন গুলীবিদ্ধ হয়েছে এবং মারাত্মক আহত ২০ জনকে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গুলীবিদ্ধ হয়ে আহত হয়ে ভর্তি রয়েছেন কলেজ শাখা ছাত্র-সমিতির সাধারণ সম্পাদক জি. এম ইদ্রিস আলী (২৪), ছাত্রলীগের (শা–অ) গোবিন চন্দ্র মন্ডল (২৫) ও কাজী নজরুল ইসলাম (২৪) এবং পঙ্গু হাসপাতালে রয়েছে ছাত্রদলের বিনয় সরকার বীনা (২৫)। এছাড়া আহত হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে ছাত্রলীগের (না–শ) ফরহাদ চৌধুরী (২৩), আব্দুল্লাহ আল–হোসায়েন, ছাত্রলীগের (শা–অ) মোঃ সিরাজুল ইসলাম (২৫) ও আমিনুল ইসলাম (২৪), ছাত্রদলের জাহাঙ্গীর আলম (২৬), কামাল উদ্দিন আরপ (২৪) ও দেলোয়ার হোসেন (২৫)।

এদিকে পার্শ্ববর্তী মিটফোর্ড হাসপাতালে সংঘর্ষকালে অর্ধশতাধিক লোক প্রাথমিক চিকিৎসা গ্রহণ করে। মারাত্মক আহত চারজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে গুলীবিদ্ধ হয়ে আহত আশরাফুল আলম (২৪) ও হোসেন (৭) এবং ছুরি ও বোমায় আহত হয় বাবুল (২০) ও জনসন (১৪)।

রাতে উভয় পক্ষের মধ্যে বৃষ্টির মত শত শত রাউন্ড গোলাগুলী ও বোমাবর্ষণ চলাকালে পুলিশ হল ক্যাম্পাসের বাইরেই অবস্থান করছিল এবং সকালে দু'জন নিহত হবার পরে পুলিশ হল এলাকায় প্রবেশ করে। পুলিশ জানায়, ঘটনাস্থলে একজন পুলিশ গুলীবিদ্ধ হয় এবং তিনজন মারাত্মকসহ বেশ কয়েকজন পুলিশ আহত হয়। সকালে পুলিশ হলে প্রবেশ করে ৪টি পাইপগান, ৩০৩ রাইফেলের ২৪টি গুলী, ৩টি ককটেল, ১টি রামদা ও ১৮টি শর্টগানের গুলী উদ্ধার করে।

গতকাল সকালেই কলেজ কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ ঘোষণা করেন এবং সকাল ১০টার মধ্যে আবাসিক ছাত্র–ছাত্রীদের হলত্যাগের নির্দেশ দেন। নির্দেশ মত ছাত্ররা হল ত্যাগ করেছে।

গত রাতে বিদ্যুৎ চলে যাবার পর থেকে গোটা এলাকা এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন রয়েছে এবং বিদ্যুৎ না থাকায় এক ভূতুড়ে ভয়াবহ অবস্থা বিরাজ করছে। গোটা এলাকায় ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়েছে। পরিস্থিতি বেশ থমথমে।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (শা–অ) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখার নেতা হেদায়েতুল ইসলাম স্বপন ও মোঃ এমরান চৌধুরী এক যুক্ত বিবৃতিতে জানান, স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পদত্যাগের পর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদ কর্তৃক সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে ছাত্রদলের ছাত্র নামধারীরা জোরপূর্বক ফরম নিতে চাহিলে ছাত্রলীগ কর্মীরা এর প্রতিবাদ করায় গত শনিবার রাত্র ৮টার সময় পুরাতন ঢাকার কুখ্যাত ছাত্র নামধারী মাস্তানরা ছাত্রলীগ নেতা ও কর্মীদের উপর অতর্কিত হামলা চালায়, এতে ছাত্রলীগ সাধারণ ছাত্র–ছাত্রীদের নিয়ে প্রতিবাদ করিলে অস্ত্রধারী গুন্ডারা পালিয়ে যায়। রাত্র দশটার সময় পুলিশ ক্যাম্পাসের চারদিকে অবস্থান নিলে, ছাত্র নামধারী ছাত্রদলের গুন্ডা বিনয় সরকার বীনার নেতৃত্বে পুরাতন ঢাকার কুখ্যাত মাস্তান মোঃ ইছহাক, কেনেডী ঘোষ, রফিকুল ইসলাম কাজল, মোঃ ইমরান, মোঃ জাহাঙ্গীর, আহমেদ হোসেন, দীপু, মোঃ হাসানুল বারী, আরঙ্গ, টিপু, মোঃ ইলিয়াস, আলী আহমেদ বাবলু, কাইয়ুম, হাইয়ুলসহ অনেক মাস্তান কলেজে প্রবেশ করে এবং রাতভর বোমা ও গুলীবর্ষণ করে। এতে সকাল ৫টার সময় উক্ত গুন্ডাদের গুলীতে কলেজের ছাত্রলীগ নেতা স্বপন ঘটনাস্থলেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন, তাকে হাসপাতালে নেয়ার পর মৃত ঘোষণা করা হয়। গুন্ডাদের বোমাবর্ষণ ও গুলীর আওয়াজে যখন এলাকা প্রকম্পিত তখন পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন। সন্ত্রাসীদের গুলীতে একজন পুলিশ গুলীবিদ্ধ হন–তাদের চোখের সামনেই অস্ত্রধারীরা রাতব্যাপী গোলাবর্ষণ করে উক্ত সন্ত্রাসীদের বোমা ও গোলাবর্ষণ শেষ হলে সাধারণ ছাত্র–ছাত্রীরা উক্ত গুন্ডাদের প্রতিরোধ করিলে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায় তখন কলেজের অধ্যক্ষের অনুমতি না নিয়ে প্রায় দশ প্লাটুন পুলিশ ছাত্রাবাসে ঢুকে ছাত্রলীগ কর্মীদের বেদম মারপিট করে নেতৃবৃন্দ পুলিশের এই ধরনের অমানুষিক কাজের তীব্র প্রতিবাদ নিন্দা করে। অনতিবিলম্বে ছাত্রলীগ নেতা স্পনের হত্যাকারীদের গ্রেফতার করে বিচারের দাবী জানান। নেতৃবৃন্দ সকালে এক বিশাল জমায়েতে ছাত্রলীগ নেতা এমরান চৌধুরী উক্ত গুন্ডাদের অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে কলেজ প্রাঙ্গণে প্রবেশ

৭–এর পাতায় দেখুন

আজ ... ...

পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

ছাত্রদল-ছাত্রলীগ

৮–এর পাতার পর

নিষেধ করার জন্য অধ্যক্ষের প্রতি আহবান জানান এবং অনতিবিলম্বে কলেজ ও ছাত্রাবাস খুলে দিবার অনুরোধ জানান।

এছাড়াও ঘটনায় নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন জাতীয় ছাত্রলীগ জগন্নাথ কলেজ শাখা, জাতীয় ছাত্রলীগ ঢাকা মহানগর, বাংলাদেশ ছাত্র সমিতি কেন্দ্রীয় সংসদ, জগন্নাথ কলেজ শাখা।

গতকাল ঢাকা পলিটেকনিক কারিগরি ছাত্র পরিষদ, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে জগন্নাথ কলেজের মেধাবী ছাত্র নেতা স্বপনের প্রতিবাদে এক শোক সভা আহবায়ক অশোক কুমার সরকার (কাজল)–এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় একটি শোক প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

সংগ্রামী ছাত্র সমাজ কেন্দ্রীয় আহবায়ক কমিটির আহবায়ক ইকবাল হোসেন রাজু জগন্নাথ কলেজে সংঘটিত ঘটনার প্রেক্ষিতে এক বিবৃতিতে বলেন, শিক্ষামন্ত্রীর শিক্ষাঙ্গনে হত্যাকান্ড সংঘটিত হলে পদত্যাগ করার অঙ্গীকার রক্ষা করে পদত্যাগ করা উচিত।

জগন্নাথ কলেজে ছাত্রলীগ নেতা স্বপন হত্যার প্রতিবাদে গতকাল রোববার সকাল ১১টায় তেজগাঁও পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের ছাত্ররা এক বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে। তেজগাঁও সাতরাস্তার মোড়ে আয়োজিত এ সমাবেশে ছাত্রলীগের যুগ্ম–আহবায়ক রফিকুল ইসলাম দুলাল, অশোক কুমার সরকার ও বাকাছাপ–এর যুগ্ম–আহবায়ক ছাত্রলীগ নেতা মিতু সালেহ কারনাইন বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা স্বপন হত্যার বিচার, প্রাক্তন ছাত্রনেতা সারোয়ার ও বাবুর মুক্তি দাবী করেন। এছাড়া ছাত্র নেতৃবৃন্দ শরীফ হত্যাকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদানের দাবীও জানান।

সমাবেশ শেষে তেজগাঁও ভিআইপি সড়কে বিভিন্ন শ্লোগানসহকারে একটি বিরাট মিছিল বের করা হয় এবং প্রায় দু'ঘন্টা যাবৎ সড়ক অবরোধ করে রাখা হয়।